# সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

بسم الله الرحمن الرحيم

# ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বহু সমাজ দরদী মানুষ নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যা সাময়িকভাবে সমাজে স্থিতি ফিরাতে সক্ষম হ'লেও স্থায়ী ফলদায়ক হয়নি। উক্ত লক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র অহি-র আলোকে পথ দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ নবীগণের সেই নিঃস্বার্থ হেদায়াত নিজেদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেনি। ফলে পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষের হাতে প্রতিনিয়ত মানবতা পর্যুদস্ত হচ্ছে। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অহি প্রাপ্ত হয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। যার পদ্ধতি ছিল পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা। যার মাধ্যম ছিল 'দাওয়াত ও জিহাদ'। মূলতঃ তাওহীদের মর্মবাণীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সর্বমুখী 'জিহাদ'-ই হ'ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।

২৩ বছরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নবুঅতী জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাতিকে যে বাস্তব নির্দেশনা দিয়ে যান, সেটাকেই আমরা **'সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী'** নাম দিয়ে আগামী বংশধরগণের উদ্দেশ্যে পেশ করলাম। একটি বড় বিষয়কে ছোট আকারে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তবুও চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য পথ দেখানোই যথেষ্ট বলে মনে করি। সমাজ সংস্কারের দুরূহ কাজে নামলে উৎস থেকে ঝর্ণা বেরোবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আগামী দিনের বিচক্ষণ সংস্কারকদের হাতেই এর যথার্থ বাস্তবতা নির্ভর করে। অতএব আল্লাহ্র নিকটেই সকল প্রার্থনা এবং তিনিই একমাত্র তাওফীকদাতা।

আল্লাহ তার অনুগত বান্দাদের সর্বোত্তম পারিতোষিক দান করুন! তিনি আমাদেরকে ও আমাদের পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন! সবশেষে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর।

২য় সংস্করণে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে এবং বইয়ের কলেবর ৫৬ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠা হয়েছে। আশা করি তা সংস্কারমনা ভাইদের ফায়েদা দিবে।

নওদাপাড়া, রাজশাহী — বিনীত

৮ই জানুয়ারী ২০২০ খৃ. বুধবার — লেখক।

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ؛

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ–

‘তুমি মানুষকে ডাক তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে’ *(নাহল ১৬/১২৫)*।

بسم الله الرحمن الرحيم

# সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

সমাজ সুন্দর না হ'লে মানুষ সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরিবার ও পরিবেশের প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়ে থাকে। শয়তান প্রতিনিয়ত সমাজ দূষণে রত থাকে এবং মানুষকে তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* আগমনের পূর্বে মক্কাসহ তৎকালীন বিশ্ব সমাজ মনুষ্যত্বহীনতার জাহেলিয়াতে ডুবে ছিল। মানুষ নিজ হাতে নিজের মনুষ্যত্ব হননে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে বাছাই করে 'শেষনবী' হিসাবে প্রেরণ করেন *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*। যার মাধ্যমে তিনি পথহারা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তাঁর ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহ পুনরায় ফেলে আসা জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যেতে থাকে। বর্তমানে যা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের ভদ্র লেবাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত মানবতা পর্যুদস্ত হচ্ছে। যাতে যেকোন মুহূর্তে বিশ্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে। এই পতিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে সেই পথে, যে পথের মাধ্যমে জাহেলী আরবের মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়েছিলেন এবং তারা বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হয়েছিলেন।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তরবারী নিয়ে আগমন করেননি বা কোন দো'আ-তাবীয দিয়ে সমাজ সংশোধন করেননি। তিনি এসেছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি দ্বীন নিয়ে। যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে শয়তানের দাসত্ব হ'তে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে যে মানুষ একদিন অন্য মানুষের রক্তখেকো ছিল, সেই মানুষ মুহূর্তের মধ্যে তার জীবন রক্ষাকারীতে পরিণত হয়। যে মানুষ একদিন অন্য মানুষের পূজা দিত, সে মানুষ পরস্পরে ভাই হয়ে যায়। নারীর ইযযত হরণে উদ্যত যুবক তার ইযযত রক্ষায় জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেই শাশ্বত দ্বীন ও চিরন্তন আদর্শ কি ছিল, আল্লাহ নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন।-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

‘তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল’। ‘আর তাদের মধ্যকার অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(জুম‘আহ ৬২/২-৩)*।

**কর্মসূচী ২টি, তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ :**

প্রথম আয়াতে নবী যুগের লোকদের কথা বলা হয়েছে এবং শেষের আয়াতে নবী পরবর্তী ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন শেষনবী হিসাবে এবং তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন ও ইনসানের নবী। এর দ্বারা এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র অভ্রান্ত শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল সকল যুগের জাহেলিয়াত দূর করা সম্ভব। অন্যকিছু দ্বারা নয়।

উপরোক্ত আয়াতে সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের যে স্থায়ী কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে, তা মাত্র দু’টি শব্দে বর্ণনা করা যায়। আর তা হ’ল ‘তাযকিয়াহ’ ও ‘তারবিয়াহ’ (اَلتَّزْكِيَةُ وَ التَّرْبِيَةُ)। অর্থাৎ পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা। যার মাধ্যম ছিল কিতাব ও হিকমাহ। তথা কুরআন ও সুন্নাহ। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। যাতে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মশুদ্ধিতার তীব্র অনুভূতি। ফলে তার যে কর্মতৎপরতা এতদিন দুনিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল, তা নিমেষে আখেরাত কেন্দ্রিক হয়ে যায়। তার পার্থিব জীবনে এসে যায় আমূল পরিবর্তন। যা সে আগে ভাবতেই পারত না। তার দুনিয়ামুখী চলার পথ ইউটার্ণ হয়ে আল্লাহমুখী হয়ে যায়।

## জাহেলী আরব সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ)-এর মন্তব্য

## (ملاحظة إبن كثير فى العرب الجاهلى)

হাফেয ইবনু কাছীর *(রাহেমাহুল্লাহ)* বলেন, আরবের লোকেরা প্রাচীনকালে ইব্রাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিল। পরে তারা তাকে পরিবর্তন করে, রূপান্তর করে, ওলট-পালট করে ও তার বিরোধিতা করে। অতঃপর তারা তাওহীদকে শিরকে এবং দৃঢ়বিশ্বাসকে সন্দেহে পরিবর্তন করে। এছাড়াও তারা বহু কিছু নতুন বিষয়ের প্রচলন ঘটায়, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি। একই অবস্থা হয়েছিল তওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদের। তারা তাদের কিতাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাতে শাব্দিক যোগ-বিয়োগ করেছিল, রূপান্তর করেছিল ও দূরতম ব্যাখ্যা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন মহান ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আত দিয়ে, যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শামিল করে। যাতে রয়েছে তাদের জন্য সরল পথের দিশা এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণে বিস্তৃত বিবরণ'...।[১]

দূর অতীতে জাহেলী আরবের যে পতিত দশা ছিল, আধুনিক যুগে মানবজাতির অবস্থা তার চাইতে অধঃপতিত। সেদিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে সমাজে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেই পথ ও সেই পদ্ধতিই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী পথ ও পদ্ধতি। এর বিপরীত পথে গেলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং সমাজে অনাচার ও ধ্বংস নেমে আসবে। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্বের উন্নয়ন ও মানবতার বিজয় সাধনের জন্য

---

১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা জুম'আ ২ আয়াত;

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَبَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ، وَقَلَبُوهُ وَخَالَفُوهُ، وَاسْتَبْدَلُوا بِالتَّوْحِيدِ شِرْكًا وَبِالْيَقِينِ شَكًّا، وَابْتَدَعُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَأْذَنْ بِهَا اللهُ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ قَدْ بَدَّلُوا كُتُبَهُمْ وَحَرَّفُوهَا وَغَيَّرُوهَا وَأَوَّلُوهَا، فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ بِشَرْعٍ عَظِيمٍ كَامِلٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، فِيهِ هِدَايَتُهُمْ، وَالْبَيَانُ لِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ...-

সাময়িক কোন টোটকা নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের স্থায়ী কর্মসূচী প্রদান ও তার যথাযথ অনুসরণ একান্তভাবেই আবশ্যক।

**নবীদের সহচরগণ (حوارى الأنبياء) :**

আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন ঘুণে ধরা সমাজকে আল্লাহ্র পথে সংস্কারের জন্য। নির্বাচন করেছেন তাদের জন্য একদল সহচরকে। যারা সংস্কার কার্য এগিয়ে নিতে নবীগণকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَّأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَآءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

‘আমার পূর্বে আল্লাহ এমন কোন নবীকে কোন উম্মতের মধ্যে পাঠাননি, যাদের মধ্যে তার জন্য ‘হাওয়ারী’ বা আন্তরিক সহচরবৃন্দ ছিল না। এছাড়া তাদের আরও সাথী ছিল, যারা তাদের নবীর সুন্নাতের উপরে আমল করত এবং তার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করত। কিন্তু তাদের পর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হ’ল যারা এমন কথা বলত, যা তারা করত না। এমন কাজ করত, যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়নি। অতএব (আমার উম্মতের মধ্যেও ঐরূপ দেখা গেলে) যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি যবান (ও কলম) দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে (ঘৃণার মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই’।[২]

পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করা এবং নিড়ানী ও পানি সরবরাহের মাধ্যমে নিয়মিত পরিচর্যা করে যেভাবে একটি চারাগাছকে বড় ও ফলবন্ত করা হয়, সেভাবে ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়মিত পরিশুদ্ধি ও পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে

২. মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭ ‘ঈমান’ অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

তুলতে হয়। তাতে সুন্দর ফল আসে এবং সমাজ সুস্থ ও ফলবন্ত হয়। নইলে বিপরীত ফলে ব্যক্তি ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়। প্রত্যেক নবী-রাসূল একাজই করেছেন। তাদের যথার্থ অনুসারী নেতাগণ চিরকাল এভাবেই ব্যক্তি পরিচর্যা ও সমাজ সংশোধনের কাজ করে গেছেন। যখন কোন সমাজে কোন সংস্কারক নেতার আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। যদিও অধিকাংশ লোক থাকে হঠকারী ও তাকে পরিত্যাগকারী অথবা শৈথিল্যবাদী ও আপোষকামী। কিন্তু সংস্কারকগণ তাতে থেমে যান না।

উপরোক্ত হাদীছে 'জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টার মূল ও প্রথম অংশ হ'ল 'দাওয়াত'। পুঁতিগন্ধময় সমাজ থেকে বাতিল হটাতে গেলে তাওহীদের প্রতি নিরন্তর দাওয়াত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাজটিই করে গেছেন তাঁর সমগ্র নবুঅতী জীবনে। তাঁর নবুঅতকালে যেমন মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও অসহায়ত্ব ছিল এবং মাদানী জীবনের যুদ্ধ ও বিজয় এসেছিল। তেমনি একজন নিখাদ দাঈর জীবনেও আসতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক যে, শেষনবী হিসাবে এবং দ্বীনের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে তাঁর জীবনে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে এটা ঘটেছিল। কিন্তু অন্য দাঈদের জীবনে দাওয়াত ও বিজয় দু'টিই ঘটতে হবে এমনটি নয়। বরং তাদের জীবনে মাক্কী জীবনের নির্যাতন ও অসহায়ত্বই বেশী থাকবে। দুনিয়াবী বিজয়ের সৌভাগ্য কমই থাকবে। বিগত দেড় হাযার বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্যই প্রদান করে।

এখানে এ যুক্তি অচল যে, 'নবী জীবনের শেষে যেহেতু ইসলামের পূর্ণতা এসেছে ক্ষমতা ও সশস্ত্র বিজয়ের মাধ্যমে, অতএব সর্বদা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই কেবল দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করতে হবে। নইলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না'। এরূপ দাবীতে ইসলামের ধর্মীয় আবেদন শেষ হয়ে যাবে এবং স্রেফ ক্ষমতান্ধ একটি আগ্রাসী রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত হবে। যা হবে ইসলামের জন্য সবচাইতে ক্ষতিকর। যে ক্ষতি ইতিমধ্যেই করেছে ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ও তাদের দোসর জঙ্গীবাদীরা।

## তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম সমূহ

## (وسائل التـــزكية والتـــربية)

তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম হবে দু'টি : দাওয়াত ও জিহাদ। অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতি দাওয়াত এবং শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ। দু'টিই সমান্তরালভাবে করার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসে। নইলে কথা ও কর্ম পৃথক হ'লে বরং উল্টা ফল হবে।

### (১) দাওয়াত ও তার পদ্ধতি :

আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ-

'তুমি মানুষকে ডাক তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(১২৫)*। 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি উত্তম' *(১২৬)*। 'তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ হবে কেবল আল্লাহ্র সাহায্যে। তাদের উপর দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না' *(নাহল ১৬/১২৫-২৭)*। অত্র আয়াতে ইসলামী দাওয়াত ও তার পদ্ধতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

### (২) জিহাদ ও তার পদ্ধতি :

'জিহাদ' جُهْدٌ 'জুহদুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ, কষ্ট ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। ইসলামে জিহাদ হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য।